যুগান্তর

তারিখ SEP 1-3 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির আগে উচ্চশিক্ষার সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব নয়

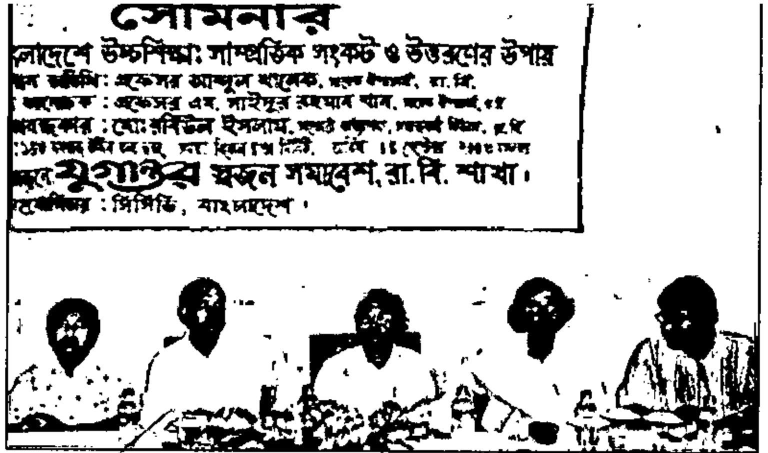

সেমিনারে সম্মানিত আলোচকদের একাংশ — ছবি: ইকবাল

শুধু মিলনায়তনেই নয়, সেমিনারে যোগ দিতে বাইরেও সমবেত হয়েছিল এমন অনেক স্বজন-শিক্ষার্থী

আসাদুজ্জামান চঞ্চল, মিজানুর রহমান, আবু রায়হান দোলন

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। একটু পরেই নামল বৃষ্টি। ৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় এমন বৈরী আবহাওয়াই ছিল। অথচ মমতাজ উদ্দিন কলা ভবনের ১৫৬নং কক্ষটি শুধু কানায় কানায় পূর্ণ ছিল না, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল আরও শতাধিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। উদ্দেশ্য একটাই— রাবি স্বজন সমাবেশের বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা : সাম্প্রতিক সঙ্কট ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনারে যোগ দেওয়া। সদস্য সচিব তোফাজ্জল লিটনের আহ্বানে অনুষ্ঠানের সভাপতি রাবি স্বজন সমাবেশের আহ্বায়ক ছালেহ নূর লিখন, প্রধান অতিথি সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুল খালেক, প্রধান আলোচক সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম সাইদুর রহমান খান, প্রবন্ধকার সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, সঞ্চালক মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহ আজম শান্তনুসহ আলোচক প্রফেসর মিজান উদ্দিন, প্রফেসর এএইচএম জেহাদুল করিম, প্রফেসর জালাল উদ্দিন, প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিককে নিয়ে মঞ্চে এলেন। স্বজন সমাবেশ ও এর কার্যক্রম সেমিনার আয়োজনের পটভূমি বর্ণনা করেন আসাদুজ্জামান চঞ্চল, রাশেদুল হক পলাশ ও মিজানুর রহমান। সঞ্চালক মোঃ শাহ আজম শান্তনু সেমিনারে আলোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ হবে, শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর ও মতামত কিভাবে দেবেন এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে মূল প্রবন্ধকার সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী মোঃ রবিউল ইসলামকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করার আহ্বান জানান। প্রবন্ধকার তার বক্তব্যে উচ্চশিক্ষার সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরেন পাঁচটি আর্থসামাজিক নির্ধারক ব্যবহারের মাধ্যমে। সেগুলো হল— প্রাপ্যতা, অভিগম্যতা, সামর্থ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও জবাবদিহিতা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্কটগুলো তুলে ধরেন কয়েকটি শিরোনামে। যথা— শিক্ষা কমিশনগুলোর সঙ্কট, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, নিয়োগ ও পদোন্নতি, দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বিপজ্জনক কৌশলপত্র। সবশেষে উত্তোরণের উপায় হিসেবে ছয়টি প্রস্তাব তুলে প্রবন্ধ শেষ করেন।

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ অভিমত দেন, শিক্ষার সব ক্ষেত্রে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দেশের উচ্চশিক্ষা খাতকে ভয়াবহ সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি ছাড়া দেশের উচ্চশিক্ষার সঙ্কট উত্তরণ সম্ভব নয়।

আলোচকরা মনে করেন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী-অভিভাবক, সুশীল সমাজ ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক দিককে পাশ কাটিয়ে শুধু দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (বিমক) ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে তাতে দেশের উচ্চশিক্ষা পুরোমাত্রায় বিত্তবানদের দখলে চলে যাবে, সীমিত আয়ের মানুষ এ শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে যাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তাতে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। তাদের মতে, পদে পদে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি দেশের উচ্চশিক্ষাকে নিম্নমুখী ও মানহীন করে তুলেছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, বৃত্তি প্রদানসহ, বৈষম্য ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ একাডেমিক পরিবেশকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে উপনীত করেছে।

প্রফেসর আবদুল খালেক বলেন, সঙ্কট উত্তোরণের উপায়টি একটু কঠিন। কারণ আলোচনা সহজ হলেও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? যে আগুন সমাজে লেগেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেসব ছাত্র শিক্ষককে হত্যা করে, কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে চায় তারা ছাত্র নামের কলঙ্ক। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, ছাত্র রাজনীতি না থাকলে ভাষা আন্দোলন হতো না। শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরে প্রফেসর খালেক বলেন, উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রচুর ইংরেজির শিক্ষক প্রয়োজন। তা না হলে শিক্ষার গুণগত মান নষ্ট হবে।

প্রফেসর এম সাইদুর রহমান খান বলেন, উচ্চশিক্ষা কখনও মৌলিক অধিকার নয়, এটি অর্জন করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে সব ছাত্রকে দলমত নির্বিশেষে এক করে দেখতে হবে। সরকারের উচিত বেতনমুক্ত বা ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, নয়তো বড় অংকের বেতন নেয়া। তা না হলে কোনও পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। রোবটের মতো উচ্চ শিক্ষিত হয়ে লাভ নেই। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক জ্ঞানার্জন করতে হবে।

প্রফেসর মিজান উদ্দিনএর মতে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতির ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে।

প্রফেসর এএইচএম জেহাদুল করিম বলেন, শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করে জাতিকে কিছু দেয়া যাবে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উন্নত করতে হবে।

প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে প্রয়োজন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। প্রফেসর আবুল কাশেম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কসিস্টের ব্যবস্থা নেই, যা ক্ষতিকর দিক।

প্রফেসর জালাল উদ্দিন বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিকে আরও উন্নত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার কোটায় অনেকে শিক্ষক হচ্ছেন। এটা বন্ধ করতে হবে।

লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান তানজির মোসাব্বির স্বাগত বলেন, উচ্চশিক্ষার বিস্তার করতে হলে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

গণযোগাযোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, শিক্ষা হল অভিযোজনের প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের তরুণরা মেধাবী। সুযোগ দিলে তারা উন্নত দেশ উপহার দেবে। পুরো সেমিনারে শ্রোতাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। কখনও মতামত, কখনও প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন আলোচকদের কাছে। নৃবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আরিফুল ইসলাম বক্তব্য করেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সার্টিফিকেট দেয় তা মেধাকে মূল্যায়ন করে নয়, টাকার ওপর নির্ভর করে। সমাজকর্মের ছাত্রী সুস্মিতা মন্তব্য করেন, সরকার স্বীকার করে না বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাহলে আমরা কেন বলি ফলাও করে বলি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রবিউল ইসলাম বলেন, উপাচার্য নিয়োগ যেহেতু রাজনৈতিকভাবে হয়, তাহলে কি তাদের শিক্ষকতা করার অধিকার থাকে?

পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করার পশ্চাতে সঞ্চালকের ভূমিকা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। সব শেষে রাবি স্বজন সমাবেশের আহ্বায়ক ছালেহ নূর লিখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আমন্ত্রিত অতিথিদের। আলোচকবৃন্দ, সঞ্চালক, প্রবন্ধকার, সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠান সিসিডি বাংলাদেশসহ উপস্থিত শ্রোতা যারা রাত ১১টা পর্যন্ত আলোচনা শোনেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক যুগান্তরের রাজশাহী ব্যুরো চিফ বুলবুল চৌধুরী, সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাদেকুল আরেফিন মাতিন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, ফটোসাংবাদিক আবদুল্লাহ ইকবাল প্রমুখ।

রাবি, স্বজন সমাবেশ

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন (বাঁ থেকে) মুখ্য আলোচক প্রফেসর সাইদুর রহমান, প্রধান অতিথি প্রফেসর আবদুল খালেক, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক সহকারী অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম ও রাবি স্বজনের আহ্বায়ক ছালেহ নূর লিখন